দৈনিক সমকাল
02/05/11
পৃ: 22

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ‖ ক্লাব ফর পারফর্মিং আর্টস

ইমদাদ হক

পড়াশোনাটাও হতে হয় বহুমাত্রিক। শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকলে জ্ঞানার্জনটা হয়ে যায় একঘেয়েমি। শুচিতে আক্রান্ত হয় মানসিকতা। এ কারণে আনন্দময় হতে হয় শেখার পদ্ধতিটা। এ লক্ষ্যে পড়ার পাশাপাশি শিক্ষাক্রমে থাকতে হয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের পরিবেশটা সৃজনশীল আনন্দে পরিপূর্ণ করতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ক্লাব ফর পারফর্মিং আর্টস। বলছিলেন ক্লাবটির সভাপতি আশরাফুর রহমান সেতু।

ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আসাদ উজ জামান জানান, ২০০৯ সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ক্লাব ফর পারফর্মিং আর্টস (ইসিপিএ)। শুরু থেকেই ক্লাবটি সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে অনন্য ভূমিকা রাখছে। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হাতেগোনা কয়েকজন থাকলেও বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ শতাধিকে।

ক্লাবের একজন সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক ও একটি কার্যকরী পরিষদ নিয়ে পরিচালিত হয় ক্লাবের কার্যক্রম। রয়েছেন উপদেষ্টাও।

ক্লাবের উপদেষ্টা মুনতাসির আহমেদ চৌধুরী ও ফারহানা জারিন বাশার বলেন, সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধিত হয়। এ ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ প্রয়াসের লক্ষ্যেই এ ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বছরজুড়ে থাকে এ ক্লাবের নানা আয়োজন ■ ছবি : সংগ্রহ

সদস্যদের তারুণ্যদীপ্ততায় সারাবছরই ব্যস্ত থাকতে হয় ক্লাবের সদস্যদের। জানালেন ক্লাবের সহ-সভাপতি ইমরান মাহমুদ। কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নাটক, গান, নাচ, আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা, রোড শো, নবীনবরণ, সৃজনশীল রচনা প্রতিযোগিতা, ভ্রমণ প্রভৃতি। মাঝে মধ্যে আয়োজন করা হয় আন্তঃবিভাগ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার। সবকিছু মিলিয়ে একঝাঁক সংস্কৃতিমনা ছেলেমেয়ের দল এই ইসিপিএ। বছরজুড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন চলে এ ক্লাবে। ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ কুদরত-ই-কিবরিয়া যোগ করেন আরেকটু। একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি বিশেষ দিন উদযাপনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ছাড়াও রবীন্দ্র ও নজরুলজয়ন্তী, লালনের আসর, নবীনবরণ উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় মহাসমারোহে। সদস্যদের উদ্যোগ, উপদেষ্টামণ্ডলীর পরামর্শ আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় পরিচালিত হয় ক্লাবের কার্যক্রম।

অনুষ্ঠান সমন্বয়ক সামিউল আহসানের মনে দাগ কাটে গত বছরের প্রোগ্রামগুলো। এর মধ্যে 'লালনের আসর' উল্লেখযোগ্য। এ প্রোগ্রামে লালন ও তার জীবনদর্শনকে তুলে ধরা হয় লালনেরই গানের মাধ্যমে। এই পুরো আসরে লালনের বিভিন্ন গান পরিবেশন করেন ইসিপিএর শিল্পীরা। এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের নাটক, গান ও কবিতা নিয়ে তৈরি গীতি আলেখ্য 'তব অঞ্জলি লহ হে কবি'ও আলোচিত হয়। এসব ক্ষেত্রে নির্দেশনা ও চিত্রনাট্য তৈরির সব কাজই করেন ক্লাবের সদস্যরা। জানালেন সামিউল।

ইসিপিএর শিল্পী লিজ্কন, ইমরান, তামান্না, তনুশ্রী, প্রিয়াঙ্কা, রিপা, বিজয় ও আশা যেন প্রতীক্ষায় থাকেন দিন শুরুর। ক্লাসের পরেই দল বেঁধে তারা একত্রিত হন ক্লাবের কার্যক্রমে সাংস্কৃতিকচর্চায়। যে কোনো আয়োজনেই ক্লাবের সদস্যরা পুরো ক্যাম্পাসকে রঙিন করে সাজিয়ে তোলেন। তারা নিজ হাতে ব্যানার, ফেস্টুন, মুখোশ, মাটির খেলনা, দেশি খাবার পিঠা তৈরি করে বিক্রির আয়োজন করেন।

ক্লাবের সদস্য রিজওয়ানা, ফারহান, ইশমাম, তানি, আনিলা, বিজয়, লিজ্কন, প্রিয়াঙ্কা, রুহি, ইমরান, নাবিল, আসিফ, শীতল ও সুমনরা মুখিয়ে থাকেন বিশেষ প্রোগ্রামগুলোর জন্য।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আশাবাদী রিজওয়ান, তুর্কি, ইকবাল, রিপা, মাহবুব, উপল ও বিজয় প্রত্যাশা করেন, ক্লাবের সাংস্কৃতিকচর্চার মাধ্যমে সৃজনশীল নতুন প্রজন্ম তৈরি হবে।